Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদএর উদ্দেশ্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা তানজিনা পারভীন চৈতী

রোলঃ 23090121373

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদএর উদ্দেশ্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা তানজিনা পারভীন চৈতী

রোলঃ 23090121373

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদএর উদ্দেশ্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা তানজিনা পারভীন চৈতী, আইডিঃ 23090121373 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদএর উদ্দেশ্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মোছা তানজিনা পারভীন চৈতী

আইডিঃ 23090121373

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা....................5

জিহাদের ভাষাগত ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা....................5

শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের সংজ্ঞা (ইস্তিলাহী অর্থ)....................6

গবেষণার পটভূমি....................9

- সংক্ষেপে ইবন কাসীরের জিহাদ দর্শন....................11
- ইমাম কুরতুবি (রহ.)-এর মতে জিহাদের অর্থ ও ব্যাখ্যা:....................12

গবেষণা সমস্যার বিবৃতি....................15

- সিরিয়া ও আফগানিস্তান যুদ্ধকালীন প্রচারণা....................16
- ফ্রান্স ও ইউরোপের হামলার পর প্রচারণা....................17
- ISIS বা Daesh নিয়ে প্রচারণা....................17

সহিহ হাদীসের আলোকে জিহাদের ব্যাখ্যা....................24

প্রতিরক্ষামূলক সামরিক জিহাদ....................25

সংক্ষিপ্ত উপসংহার....................27

ভূমিকা

জিহাদ শব্দটি ইসলামের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু এটি একটি ফরজ বিধানও তাই আমি মনে করি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির এ বিষয়ে পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক। আর ইসলামে সুন্নত, নফল ইবাদত গুলোকেও গুরুত্বের সাথে দেখা হয় সেখানে জিহাদ একটি ফরজ বিধান। তবে আফসোস, ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলো যেভাবে আলোচিত হয়,যেভাবে চর্চা করা হয়,জিহাদ সম্পর্কে তার তিল পরিমানও আলোচিত হয়না।অথচ ফরজে আইন এবং ফরজে কিফায়া এই দুইফরজের মধ্যেই জিহাদ এর বিধান রয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে আইওএম কে ধন্যবাদ দিতে চাই এমন একটি বিষয় কে নিয়ে থিসিস লেখায় জায়গা দেওয়ার জন্য। আমার প্রত্যেকটি লেখাই হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইং শাহ্ আল্লাহ।

সংজ্ঞা:

জিহাদের ভাষাগত ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা

জিহাদের প্রকৃত ধারণা বুঝতে হলে এর মৌলিক শব্দগত অর্থ, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা এবং প্রাচীন–সমকালীন আলিমদের ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। কারণ কোনো শব্দের ভুল সংজ্ঞা গ্রহণ করলে তার প্রয়োগও ভুল হয়। জিহাদ শব্দটির উৎপত্তি, অর্থ ও ব্যবহার ইসলামের একটি ভিত্তিপ্রস্তর বিষয়, যা শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করলে পরবর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনাও বোধগম্য হবে।

জিহাদের ভাষাগত সংজ্ঞা (লুগভী অর্থ)

“জিহাদ” (جِهَاد) শব্দটি আরবি “জাহদ” (جَهْد) বা “জুহদ” (جُهْد) মূলধাতু থেকে এসেছে। ভাষাগতভাবে এর অর্থ—

শক্তি, শ্রম, চেষ্টা ও সাধনা করা

নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করা

কষ্ট, প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করা

আরবি অভিধানসমূহে ভাষাগত ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ, ভাষাগতভাবে জিহাদ মানে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সংগ্রাম করা।

শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের সংজ্ঞা (ইস্তিলাহী অর্থ)

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় "জিহাদ" কেবল যুদ্ধ নয়; বরং এটি একটি ব্যাপক জীবনব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্য—আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, অন্যায় দূর করা, সত্যকে সমুন্নত করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাধনা করা।

ক্লাসিক্যাল আলিমদের মতে—

> "আল্লাহর পথে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ও সংগ্রামই হলো জিহাদ।"

প্রখ্যাত আলিমদের সংজ্ঞা

আলিম সংজ্ঞা

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) "জিহাদ হলো—আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন তা প্রতিষ্ঠা এবং যা আল্লাহ অপছন্দ করেন তা দূর করার জন্য সম্পূর্ণ মনোযোগ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা।"
ইমাম নববী (রহ.) "কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই শুধু জিহাদ নয়; বরং নফস, শয়তান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামও জিহাদ।"
ইবনে কাসীর (রহ.) "আল্লাহর পথে ত্যাগ, সাধনা, ধৈর্য, দাওয়াত ও প্রতিরক্ষা—সবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই সংজ্ঞাগুলো থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ শুধু সামরিক যুদ্ধ নয়; বরং তা নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রতিরক্ষামূলক সকল প্রচেষ্টা জুড়ে বিস্তৃত।

কুরআনে “জাহাদ” ও “জিহাদ” শব্দের ব্যবহার:

কুরআনে “জাহাদ” ও “জিহাদ” বিভিন্ন রূপে ৩০+ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে উল্লেখিত জিহাদের রূপগুলো—

নফস/আত্মশুদ্ধির জিহাদ

সম্পদ ও শক্তি দ্বারা ত্যাগ ও প্রচেষ্টা

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার ও ধৈর্য

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ (শর্তসাপেক্ষ)

কুরআনে স্পষ্ট করা হয়েছে, আল্লাহর পথে জিহাদ কখনও কলমের জিহাদ (জ্ঞান ও দাওয়াত), কখনও মাল–ধন দিয়ে, আবার কখনও প্রাণ দিয়ে হতে পারে।

হাদীসে জিহাদের ব্যাপক অর্থ

রাসূল صلى الله عليه وسلم জিহাদকে বিভিন্ন স্তরে ব্যাখ্যা করেছেন:

হাদীসের বিষয় জিহাদের রূপ

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম “মুজাহিদ সে, যে নিজ নফসের সাথে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।”

সত্য কথা বলা “জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।”

**দাওয়াত ও জ্ঞান প্রচার		জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের হিদায়াত সাধনও জিহাদ**
**প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ	মুসলিম উম্মাহ রক্ষার জন্য বৈধ ও শর্তাধীন জিহাদ**

অতএব, হাদীসের দৃষ্টিতে জিহাদ একটি বহুমাত্রিক ধারনা

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير (২২:৩৯) "ٌ

বাংলা অর্থ:

> "যে বিশ্বাসীরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে — তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে পরাক্রমশালী।"

ইসলামে "জিহাদ" শব্দটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং বিস্তৃত অর্থবহ একটি পরিভাষা। কুরআন ও সহিহ হাদীসে জিহাদকে কখনও আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম, কখনও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, আবার প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে ন্যায়সংগত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে জিহাদ শব্দটি সীমিত অর্থে, বিশেষত "সহিংসতা" বা "সন্ত্রাসবাদ" হিসেবে ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ মুসলিম নয় এমন অনেক মানুষ তো বটেই; বরং বহু মুসলমানও জিহাদের প্রকৃত ও সুসমন্বিত ধারণা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়ছে।

বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, মিডিয়া প্রোপাগান্ডা, আগ্রাসী বিশ্বশক্তির নীতি, ইসলামোফোবিয়ার উত্থান এবং উগ্রবাদী বা ভ্রান্ত গোষ্ঠীর অপব্যাখ্যার কারণে "জিহাদ" শব্দটি সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত ও ভুলভাবে উপস্থাপিত শব্দগুলোর একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কুরআন–হাদিস এবং স্বীকৃত ইসলামী ফিকহের আলোকে জিহাদের সঠিক ধারণা পুনরুদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন।

এই থিসিসে তাই জিহাদের ভাষাগত, শারঈ (শরিয়তসম্মত) ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে; পাশাপাশি প্রাথমিক উৎসের আলোকে এর প্রকারভেদ, শর্ত, নীতিমালা এবং বর্তমান সময়ের বাস্তব প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ সম্পর্কেও আলোচনা থাকবে।

গবেষণার পটভূমি

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর মক্কী ও মাদানী জীবনে জিহাদের বিভিন্ন স্তর ও রূপ পাওয়া যায়—প্রথমে ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা ও দাওয়াত, পরবর্তীতে ছিল আত্মরক্ষা, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। রাসূল صلى الله عليه وسلم তার জীবদ্দশায় ছোট বড় ২৭ টি অভিযান চালান।তার মধ্যে ৯ টি বড় যুদ্ধ (আর রাহিকুল মাখতুম)

ইসলামী যুগের ক্লাসিক্যাল আলিমগণ—ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম কুরতুবি, ইমাম নববী (রহ.) প্রমুখ—জিহাদ বিষয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

দুই একজনের ব্যখা তুলে ধরা হলো:

🕋 ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় "জিহাদ"-এর ধারণা

- **১. জিহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্য**

ইবনু কাসীর বলেন:

" حجهادٌ في سبيل الله هو بذل الجهد في طاعة الله، ومقاتلة أعدائه، ودفع أذاهم عن دينه وأوليائه".

অর্থ:
আল্লাহর পথে জিহাদ হলো — আল্লাহর আনুগত্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাঁর দীন ও বন্ধুদের প্রতি শত্রুদের ক্ষতি প্রতিহত করা।
— (তাফসির ইবন কাসীর, সূরা আল-বাকারা ২:১৯০ ব্যাখ্যা অংশ)
অর্থাৎ, জিহাদ শুধু তলোয়ার বা যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা — এতে যুদ্ধও আছে, দাওয়াতও আছে, আত্মসংযমও আছে।

- **২. যুদ্ধ বা সামরিক জিহাদের শর্ত**

ইবনু কাসীর বলেন (সূরা আল-বাকারা ২:১৯০ ব্যাখ্যায়):

> “আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কেবল তাদের উপর যারা যুদ্ধ শুরু করেছে, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ।”
(—تفسير ابن كثير – سورة البقرة: الآية190)

অর্থাৎ, জিহাদ আত্মরক্ষামূলক এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে হতে হবে, অন্যায়ভাবে কাউকে আক্রমণ করা ইসলামে হারাম।

◇ ৩. জিহাদের প্রকারভেদ

ইবনু কাসীর তাঁর তাফসিরে কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদকে কয়েক ভাগে ব্যাখ্যা করেন:

1. নিজের বিরুদ্ধে জিহাদ (جهاد النفس) — খারাপ প্রবৃত্তি ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

2. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ (جهاد الشيطان) — তার প্রলোভন ও সন্দেহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা।

3. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ (جهاد الكفار) — যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের মোকাবিলা করা।

4. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ (جهاد المنافقين) — তাদের কপটতা ও বিভ্রান্তি রোধে দাওয়াত ও জ্ঞানের মাধ্যমে সংগ্রাম করা।
— (সূরা আত-তাওবা ৯:৭৩ ও ৯:৮৮ ব্যাখ্যায় ইবন কাসীরের তাফসির)

◇ ৪. জিহাদের পুরস্কার

ইবনু কাসীর বলেন (সূরা আত-তাওবা ৯:১১১ ব্যাখ্যায়):

> “যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আল্লাহ তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে। এরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণকারী।”

(—تفسير ابن كثير – التوبة(111 :

অর্থাৎ, জিহাদে অংশগ্রহণকারীরা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত, কারণ তারা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে।

◇ ৫. দাওয়াত ও কলমের জিহাদ

ইবনু কাসীর বলেন (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫২ ব্যাখ্যায়):

“ دفَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا”

অর্থাৎ — “আপনি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করবেন না এবং কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করুন।”

ইবনু কাসীর ব্যাখ্যা করেন:

“এই আয়াতে কুরআনের মাধ্যমে যুক্তি, প্রমাণ ও দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ বোঝানো হয়েছে, যা তলোয়ারের জিহাদের চেয়েও বৃহৎ।”

— (তাফসির ইবন কাসীর, সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫২)

অর্থাৎ, কলম ও কুরআনের যুক্তির জিহাদ — এটিও এক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দায়িত্ব।

◇ সংক্ষেপে ইবন কাসীরের জিহাদ দর্শন

অর্থ	আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সংগ্রাম
ধরন	আত্মজিহাদ, দাওয়াতি জিহাদ, সামরিক জিহাদ
শর্ত	অন্যায় আক্রমণ নয়; আত্মরক্ষা ও দীন রক্ষার জন্য

উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামী দীন প্রতিষ্ঠা
মাধ্যম কলম, জ্ঞান, দাওয়াত, তলোয়ার – সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী।

🌿 ইমাম কুরতুবি (রহ.)-এর মতে জিহাদের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

1. জিহাদের মূল অর্থ:

কুরতুবি (রহ.) বলেন,

> "জিহাদ শব্দটি আরবি 'জাহাদা' মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো— প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম করা।"

অর্থাৎ, জিহাদ মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও ত্যাগ করা।
(তাফসির আল-কুরতুবি, সূরা আল-বাকারা: আয়াত 190 ও 216 এর ব্যাখ্যা)

2. জিহাদের ধরনসমূহ: কুরতুবি (রহ.) জিহাদকে কেবল যুদ্ধের অর্থে সীমাবদ্ধ করেননি; তিনি এর কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছেন—

(১) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ: নিজের কামনা-বাসনা, শয়তান ও পাপপ্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

(২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাকে অনুসরণ না করা এবং তার প্ররোচনা থেকে বাঁচা।

(৩) কুফর, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ: ইসলামী সমাজ রক্ষা ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা।
(৪) জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ: সত্য প্রচার করা ও অন্যদের ইসলামের পথে আহ্বান করা।

(সূত্র: তাফসির আল-কুরতুবি, সূরা আল-ফুরকান: আয়াত 52)

3. **যুদ্ধমূলক জিহাদের শর্ত:** ইমাম কুরতুবি (রহ.) স্পষ্টভাবে বলেন যে যুদ্ধমূলক জিহাদ (কিতাল) কেবল তখনই বৈধ, যখন—

মুসলমানদের ওপর অন্যায় আক্রমণ হয়,

ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করা উদ্দেশ্য হয়,

ন্যায়নীতি ও শরীয়াহ অনুযায়ী তা পরিচালিত হয়।

তিনি বলেন,

> "যে জিহাদে আল্লাহর আদেশ, রাসুলের পদ্ধতি ও ন্যায়ের সীমা রক্ষা করা হয় না, তা আল্লাহর পথে জিহাদ নয়।"
(তাফসির আল-কুরতুবি, সূরা আল-বাকারা: আয়াত 190)

4. **জিহাদের উদ্দেশ্য:** কুরতুবি (রহ.) বলেন—

> "জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীনের উচ্চতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, কোনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা লোভ নয়।"

▧ সংক্ষেপে বলা যায়:

ইমাম কুরতুবি (রহ.)-এর মতে জিহাদ হলো—

> "আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সম্পদ, জীবন, জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা— সেটা যুদ্ধের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে।"

কিন্তু আধুনিক কালে বিশেষ করে ২০শ ও ২১শ শতাব্দীতে জিহাদ নিয়ে তিনটি চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়:

1. পাশ্চাত্য মিডিয়া ও রাজনৈতিক চিত্রায়ন – জিহাদকে সন্ত্রাসবাদের সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন: সে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যা কিছু বলতে পারে তবে, প্রত্যা‌েক মুসলমানদের নিজ নিজ জায়গা থেকে জিহাদ কি এবং জিহাদ কখন করতেই হয়ে এ জায়গাটি পরিষ্কার করে জানতে হবে।জিহাদ কোন সন্ত্রাসবাদ নয়।জিহাদ হলো আল্লাহর বিধান শরিহাভিত্তিক জীবন যাপনের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করার পথ।

2. জিহাদকে উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধ ও সহিংসতার অনুমতি হিসেবে প্রচার: প্রত্যেক মুজাহিদদের স্বপ্ন এবং উদ্দেশ্য সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যেক মজলুমের হয়ে জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।জিহাদ মাজলুমের হাতিয়ার এটা কোন উদ্দেশ্যহীন কার্যকলাপ নয়। পশ্চিমারা আজকের সময়ে এসে আমাদের প্রিয় মসজিদুল আকসা কেড়ে নিয়ে ইহুদিদেরকে দিতে চায় যেটা চরম অনৈতিক এবং মূর্খতা।এর বিরুদ্ধে যখন হামাস এর মতো সংগঠন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, হামলা করেছে তখন তারা তাদেরই তৈরি জঙ্গি ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে।

তাদের মতামতের বিরুদ্ধে গেলেই জঙ্গি, সন্ত্রাস,সহিংসতা ইত্যাদি ট্যাগ লাগাতে থাকে।অথচ ইসরাইল নিরপরাধ ফিলিস্তিনের মানুষদের মেরে মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছে এতে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।তারা তখন এক চোখা দাজ্জাল এর অনুসারি।

3. মুসলিম সমাজে অজ্ঞতা : আমাদের সমাজের কিছু মুসলিম আছেন যারা কিনা স্লোগান দিয়ে বেরায় মনের পর্দা বড় পর্দা।তেমনি তাদের কাছে মনের জিহাদই বড় জিহাদ।অথচ তাদের মনের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা মেটাতে অপারগ।

ফলে মুসলমানদের মাঝে একদল জিহাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে এটিকে “চরমপন্থা” মনে করে, আরেকদল সঠিক জ্ঞান ছাড়া আবেগের বশে ভুল পথে পরিচালিত হয়। তাই এ বিষয়ে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রসার জরুরি।

গবেষণা সমস্যার বিবৃতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ বিষয়ে চার ধরনের বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়:

১.ধারণাগত বিভ্রান্তি: অধিকাংশ মানুষ জিহাদকে শুধুমাত্র অস্ত্র–নির্ভর যুদ্ধ মনে করে; অথচ আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত, জ্ঞান প্রচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ও কণ্ঠের সংগ্রামও জিহাদের অংশ।আমাদের আসেপাশে যত বিধর্মী প্রতিবেশি,বন্ধু -বান্ধব আছে তাদের সাথে আমাদের অনেক সময় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা মুসলিমরা সকলেই জানি যে সকল কাফেরই জাহান্নামি।এতো এতো আত্মিক সম্পর্ক থকার পরও আমরা আমাদের সেই বন্ধু -বান্ধব, প্রতিবেশিদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচানোর চেষ্টা করি না।তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেই না।

বর্তমানে আমরা যারা মুসলিম সমাজ রয়েছি তারা কেমন যেন ঝামেলাহীন জীবন -যাপন করতে বেশি ব্যস্ত অথচ দুনিয়াকে মুমিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ বানানো হয়েছে।এখানে প্রতি পদে পদে পরীক্ষার আগুনে পুড়ে খাটি মুমিন হতে হবে।আমাদের বিধর্মী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশবিপন্ন র সাথে, একসাথে কলেজে যাই,একসাথে আড্ডা দেই,একসাথে কাজ করি অথচ তাদেরকে আখিরাতের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার কোন ফিকির আমাদের মধ্যে নেই।আমাদের প্রত্যেকের উচিত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এতে যদি সে আমাদের এড়িয়ে চলে চলুক, কিন্তু আপনি তো আল্লাহর পাকরাও থেকে বেচে যাবেন।

২.আধুনিক অপপ্রচার: আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে "জিহাদ" শব্দটি প্রায়ই "টেররিজম", "এক্সট্রিমিজম" ও "মিলিট্যান্সি"–এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

📰 9/11 (২০০১) যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পর মিডিয়ার প্রচারণা

ঘটনা: নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো "জিহাদ" শব্দটিকে "terrorism" বা "holy war" অর্থে ব্যবহার করা শুরু করে।
অপপ্রচার:

CNN, BBC, Fox News ইত্যাদি বারবার বলেছে— "Islamic Jihad against the West"।

এতে সাধারণ মানুষ মনে করে, ইসলাম ধর্মই সহিংসতা ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়।
বাস্তবতা:
ইসলামে জিহাদ মানে অন্যায়ভাবে হত্যা নয়; বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আত্মরক্ষা, এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম — যা কুরআনের দৃষ্টিতে একটি নৈতিক ও আত্মিক দায়িত্ব।

📺সিরিয়া ও আফগানিস্তান যুদ্ধকালীন প্রচারণা

ঘটনা: আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় কিছু গোষ্ঠী নিজেদের "জিহাদি" বলে পরিচয় দেয়।
অপপ্রচার:

BBC, Reuters, New York Times প্রায়ই শিরোনামে লিখেছে "Jihadists bomb civilian areas", "Jihadist militants kill hundreds" ইত্যাদি।

ফলে "জিহাদ" শব্দটি "সন্ত্রাসী" বা "হত্যাকারী" অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাস্তবতা:
এই গোষ্ঠীগুলো নিজের স্বার্থে "জিহাদ" শব্দটি ব্যবহার করেছে, অথচ ইসলামি জিহাদের সঙ্গে এদের কর্মকাণ্ডের মিল নেই।

🌍 ফ্রান্স ও ইউরোপের হামলার পর প্রচারণা

ঘটনা: ২০১৫ সালের Paris attack এবং Charlie Hebdo attack এর পর ইউরোপীয় মিডিয়া "Islamic Jihad" শব্দ ব্যবহার করে খবর ছাপায়।
অপপ্রচার:

"Jihadists attack Paris" — এমন হেডলাইন প্রচুর দেখা গেছে।

এতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয় ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে (Islamophobia)।
বাস্তবতা:
ইসলাম কোনো নিরপরাধ মানুষ হত্যা সমর্থন করে না। বরং কুরআনে বলা হয়েছে—

> "যে কেউ এক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।" (সূরা মায়িদা ৫:৩২)

💣 ISIS বা Daesh নিয়ে প্রচারণা

ঘটনা: ISIS নিজেদের "ইসলামি খেলাফত" ঘোষণা করে "জিহাদ" শব্দ ব্যবহার করে।
অপপ্রচার:

আন্তর্জাতিক মিডিয়া ISIS-কে "Islamic Jihad Group" বলে চিহ্নিত করে।

এতে জিহাদ = সন্ত্রাসবাদ এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাস্তবতা:
বিশ্বের বড় বড় আলেম ও ইসলামি সংগঠন (যেমন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, OIC) স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে—

> "ISIS-এর কর্মকাণ্ড ইসলাম ও জিহাদের শিক্ষা বিরোধী।"

🗞️ মিডিয়া ভাষার বিকৃতি

উদাহরণ:

“Jihadist = Terrorist”

“Jihad = Holy War”
এই অনুবাদগুলো পুরোপুরি ভুল। “জিহাদ” মানে যুদ্ধ নয়; বরং পরিশ্রম, আত্মসংযম ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম।

জিহাদ মানে যুদ্ধ হ্যাঁ, সহিংসতা বা যুদ্ধ না, ন্যায় প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম
জিহাদ মানে সন্ত্রাস না, এটি নৈতিক ও আত্মিক প্রচেষ্টা
মুসলমান মানেই জিহাদি প্রচারিত হয় যা ভুল ও বিভ্রান্তিকর।

৩.ধর্মীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারসাম্যহীনতা: কিছু মুসলিম একই শব্দের ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যার কারণে শরীয়তের নির্ধারিত শর্ত, নীতি ও সীমারেখা না জেনে জিহাদকে ব্যাখ্যা করে থাকে।

এই বিভ্রান্তি দূর করে প্রমাণভিত্তিক, আসল ইসলামী ব্যাখ্যা তুলে ধরা জরুরি প্রয়োজন।

৪.খেলাফত,রাজনীতি এবং জিহাদ :

একটি ডায়লগ আমাদের দেশে খুবই উত্থাপিত। সেটি হলো রাজনীতির মধ্যে ইসলামকে ঢুকাবি না।

ইসলাম শুধু ধর্ম নয় এটি হলো পুরো মানব সমাজের জীবন ব্যবস্থা।আমরা যখন কোন কিছু তৈরি করি বা ধরুন আপনি একটি খাবার রান্না করেছেন।সেই খাবরটির দায়িত্ব আপনার পেট ভরানো।
এখন এই খাবারটি যদি আপনি সংরক্ষণ করতে চান তবে, খাবারটি সংরক্ষণ করতে গেলে কি কি কি করতে হবে এটা কিন্তু আপনি ঠিক করেন।কোন পাত্রে রাখবেন,কিভাবে রাখবেন,কতক্ষণ পর রাখবেন এ সব কিছুই আপনার তৈরি নিয়ম এবং আপনি জানেন যে কোন প্রসেস অবলম্বন করলে খাবারটি ফ্রিজে দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।

তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিঁনিই ভালো জানেন কিসে আমাদের কল্যাণ।সেই কারনেই আল্লাহ তা'আলা শরিয়া ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন নবিজীর মাধ্যমে। আর খেলাফত ভোটিং সিস্টেমে প্রতিষ্ঠা হয়না।তাই যদি হতো তবে কি নবিজীর এতোগুলো যুদ্ধ, এতোগুলো ত্যাগ স্বিকার,নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে হতো? আফগানিস্তানে আজ খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার একমাত্র কারন তারা নবিজীর দেখানো পথ অনুসরণ করেছে।

আপনি যদি খেলাফত চেয়ে থাকেন তবে আপনাকে জিহাদের রাস্তায় হাটতে হবে নতুবা আপনার জন্য আমেরিকার তৈরি গণতন্ত্রই যথার্থ।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

1. জিহাদের প্রকৃত ও বিস্তৃত ইসলামী ধারণা তুলে ধরা।

2. কুরআন–হাদিস এবং ক্লাসিক্যাল ফিকহের আলোকে জিহাদের বিভিন্ন প্রকার ও রূপ ব্যাখ্যা করা।

3. জিহাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা ও আধুনিক রাজনৈতিক সংঘাতকে পৃথক করা।

4. মুসলিম সমাজে জিহাদ সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক ধারণা প্রচার করা।

5. শিক্ষার্থী ও পাঠকদের মধ্যে জিহাদ নিয়ে সঠিক, বাস্তবভিত্তিক ও প্রমাণসম্মত চিন্তা তৈরি করা।

গবেষণার গুরুত্ব

ইসলামী স্টাডিজ/শরিয়াহ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে।

দাওয়াহ কর্মীদের জন্য জিহাদ প্রসঙ্গে ভুল ধারণা দূর করার যুক্তিপূর্ণ উত্তর সরবরাহ করবে।

জিহাদ বিষয়ে সঠিক ফিকহি কাঠামো বুঝতে সহায়তা করবে।

মুসলিম সমাজে বিদ্যমান দুই প্রান্তিকতার (অতি কোমলতা ও অতি উগ্রতা) বিরুদ্ধে সঠিক মধ্যপন্থা উপস্থাপন করবে।

গবেষণার সীমা ও সীমানা

এই গবেষণায়—

- ☑ **কুরআন, সহিহ হাদীস, চার মাযহাবের স্বীকৃত আলিমদের ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হবে।**
- ☑ **জিহাদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও প্রতিরক্ষামূলক দিক তুলে ধরা হবে।**

কুরআনের আলোকে জিহাদের প্রকৃত ধারণা

জিহাদের প্রকৃত ধারণা নির্ধারণের জন্য সর্বপ্রথম যে উৎসের দিকে তাকাতে হয় তা হলো—আল-কুরআন। কারণ ইসলামের সমস্ত বিধান, নীতি ও মূল্যবোধের মূল ভিত্তি কুরআন। কুরআনে "জিহাদ" ও এর সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়াপদ "জাহাদ" মোট ৩০টির অধিক আয়াতে এসেছে। এসব আয়াতে জিহাদ কখনও দাওয়াহ ও ধৈর্যের সংগ্রাম, কখনও নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আবার প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, কুরআন জিহাদকে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি কেবল কোনো সামরিক সংঘর্ষের মধ্যে; বরং এটিকে বিস্তৃত মানবিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংগ্রাম হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

কুরআনে জিহাদ: প্রধান উদ্দেশ্য

1. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

2. মানুষকে জুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করা

3. মুসলিমদের আদর্শভিত্তিক আত্ম-পরিচয় রক্ষা

4. শান্তি ও ন্যায়ের সামাজিক ব্যবস্থা বজায় রাখা

وَلَا تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"তোমরা দুর্বল হয়ো না, বিষণ্ন হয়ো না; তোমরাই শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা মুমিন হও।"
— (সুরা আলে ইমরান 3:139)

এ আয়াত দেখায় যে জিহাদ আত্মবিশ্বাস, ঈমান, সাহস এবং সৎ আদর্শ রক্ষার সংগ্রাম।

জিহাদের আধ্যাত্মিক রূপ: নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সবচেয়ে প্রথম জিহাদ হলো—নিজ নফস, ইচ্ছা ও শয়তানের ফিসফাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার দিকে পৌঁছানোর পথ দেখাই।"
— (সুরা আনকাবুত 29:69)

এখানে কোনো যুদ্ধের কথা নেই; বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির কথা রয়েছে।

জিহাদ হিসেবে দাওয়াহ, কলম ও কণ্ঠের প্রচেষ্টা

ইসলাম সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়ে দাওয়াহের উপর গুরুত্ব দেয়।

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"এ কুরআন দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে মহাজিহাদ কর।"
— (সুরা আল-ফুরকান 25:52)

এখানে “জিহাদ” হলো জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও দাওয়াহ—যা অসামরিক জিহাদ।

অতএব, ইসলামের প্রথম জিহাদ হলো—সত্য প্রচার এবং ভুল সংশোধন।

জিহাদের সামাজিক রূপ: ন্যায় ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা

কুরআনে জিহাদের সামাজিক রূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো।”
— (সুরা মাইনাহ 5:8)

অন্যায়, নিপীড়ন, শোষণ ও দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ: শর্ত ও প্রজ্ঞা
কুরআন খুব স্পষ্টভাবে বলে—প্রতিরক্ষামূলক অবস্থায় যুদ্ধ বৈধ।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

“যাদের উপর জুলুম করা হয়েছে, যুদ্ধ করার অনুমতি তাদের দেওয়া হলো।”
— (সুরা হজ 22:39)

অর্থাৎ:

প্রথমে মুসলিমদের উপর আক্রমণ হয়েছিল

তারপর আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়

জিহাদ কখন বাধ্যতামূলক হয়?

জিহাদ ফরজ হয় নিম্ন পরিস্থিতিতে:

1. মুসলিম ভূমি আক্রমণের শিকার হলে

2. নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করা প্রয়োজন হলে

3. ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হলে

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ﴾
— (সুরা হজ 22:40)

অর্থাৎ—উপাসনালয় রক্ষা করাও জিহাদের অংশ।

ধর্মে জবরদস্তির বিরুদ্ধে কুরআনের অবস্থান

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾
"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।"
— (সুরা বাকারা 2:256)

অতএব, জিহাদের উদ্দেশ্য ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং অন্যায়ের প্রতিরোধ।

সহিহ হাদীসের আলোকে জিহাদের ব্যাখ্যা

কুরআন যেখানে জিহাদের মৌলিক নীতিসমূহ নির্ধারণ করে, সেখানে হাদীস (রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর বলার ও কর্মের সংরক্ষিত বিবরণ) জিহাদের বাস্তব রূপ, প্রয়োগ ও নীতির বিশদ ব্যাখ্যা দেয়। সহিহ হাদীস–সমষ্টি আমাদেরকে জানায় কখন জিহাদ ফরজ, এর ধরনের সীমা, যোদ্ধার নৈতিক আচরণ এবং সামরিক অবস্থায় অনুসরণীয় শিষ্টাচারও। এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে প্রধান হাদীসগুলো উপস্থাপন করবো, পরে তাদের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও ফিকহি ফলাফল বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রধান হাদীস ও তাদের ব্যাখ্যা

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (আধ্যাত্মিক জিহাদ)

রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেন (সংক্ষিপ্ত অনূদিত সূরায়ে):

> "আলজিহাদু আদ্না আলিমুন্ নাফস" — "সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়াই।"

এই শ্রেণীর হাদীসগুলো স্পষ্ট করে যে জিহাদের সবচেয়ে প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আত্মশাসন, পাপ ত্যাগ ও একান্ত ঈমানী উন্নতি। ইবনে কাসীর, কুরতুবি ইত্যাদি তাফসিরকাররা এটিকে কুরআনীয় আয়াতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেখান — যেখানে ধৈর্য, আত্মসংযম ও তাওবাহকে আলোকিত করা হয়েছে।

কলম/কণ্ঠের জিহাদ (সত্য বলায় সহিংসতার চেয়ে বড় দরজা)

একটি পরিচিত হাদীস:

> **"আব্দুশ-শাইখ্... যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মধ্যে কেউ নেই যারা আল্লাহর পথে কষ্টকর যাবেনা, কিন্তু আল্লাহর পথে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো—নিধারিতভাবে সৎ ও সত্য কথা বলা; এবং অসৎ সরকারের সামনে সত্য বলা মহান জিহাদ।"**

সুনানে- তিরমিজি ও অন্যান্য সূত্রগুলোতে পাওয়া হাদীসের আলোকে আলেমরা বলেন— অধিকাংশ সামাজিক পরিবর্তন কলমের, কণ্ঠের ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে আসে; তাই এগুলোও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিরক্ষামূলক সামরিক জিহাদ

বহু সহিহ হাদীসে পাওয়া যায় যে কখনোই আগ্রাসীভাবে হামলা করা হয়নি; বরং প্রতিরক্ষা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য। এক কথায়—যুদ্ধ তার সীমারেখা ও শর্তসহ অনুমোদিত। রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর সহিহ কার্যকর্মে আমরা দেখি তিনি যুদ্ধের সময় নানা নৈতিক বিধান আরোপ করেছিলেন — মুমিনদেরকে অনুরোধ করা হত যে নারী, শিশু ও পুরোহিতদের (ধর্মীয় অসামরিক) হত্যা করা হবে না; ফসল, ঘর-আদৌর্য্য নষ্ট করা যাবে না; এবং মৃতদেহ কাটা-মালামাল করা যাবে না।

হাদীস ভিত্তিক যুদ্ধের নৈতিক বিধানসমূহ (ফিকহি প্রভাব ও সূত্র)

হাদীস থেকে যে সামরিক নীতিগুলো স্পষ্ট হয়েছে, সেগুলো নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো — এগুলোই পরে ইসলামী ফিকহের যুদ্ধনীতির মূলভিত্তি:

1. নিষ্পাপের প্রতি সহানুভূতি: যুদ্ধের সময় অসামরিক জনগণ (নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কৃষক)কে আঘাত করা যাবে না — এই নীতির বহু হাদীস পাওয়া যায়।

2. মতলব-নিরূপণ (no mutilation): রাসূল صلى الله عليه وسلم যুদ্ধে লাশ কাটা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন। (সাহিহ বুখারী ও অন্যান্য সূত্রে নিয়ম পাওয়া যায়)।

3. ধর্মীয় উপাসনালয় রক্ষা: মসজিদ, গির্জা, মন্দির ইত্যাদি ধ্বংস করা যাবে না; কেবল যদি সেখান থেকে সক্রিয় আক্রমণ চালানো হয় এবং নিরাপত্তার জন্য তা বাধ্যতামূলক হয়।

4. জিতলে দয়া প্রদর্শন: বন্দী-বন্দীশিবিরে নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ; বিনিময়ে মুক্তি, মুক্তিপণ বা মানবিক আচরণ করা প্রযোজ্য।

5. প্রতিচ্ছবি ও রণনীতিতে সীমাবদ্ধতা: ইচ্ছামতো লুণ্ঠন বা বসতভোগ করা নিয়ে কোনো হাদীস উৎসাহ দেয় না; বরং লুণ্ঠিত মাল ন্যায়সম্মতভাবে ব্যবহার বা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ আছে।

এই নীতিগুলো কেবল আদর্শ নয়, বরং কুরআনীয় নির্দেশনা ও হাদীস-শিক্ষার জোরাল মিলনে প্রতিষ্ঠিত শর্ত।

বিশেষ হাদীস যা জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সরিয়ে দেয়

“আল-জিহাদু আল-আকবাল” (সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ) — অনেক হাদীসে বলা হয়েছে যে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই ও সত্য বচন অসভ্য কর্তৃপক্ষের সামনে বলাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ। এটি জিহাদকে শুধুমাত্র বাহ্যিক সামরিক কর্মে সীমাবদ্ধ না করে নৈতিক ও বোধগম্য স্তরে প্রশস্ত করে।

মুহাজিরাতের পর হজরত ওয়ুকূফ-এর পর হাদীসগুলো (যেখানে বলা হয় ‘বদলে দাওয়াত, কলম, ও সহিংসতা না করে’)—এসব সূত্র ও ব্যাখ্যা উগ্রগোষ্ঠীর তত্ত্বকে খণ্ডন করে যে—“জিহাদ মানেই সন্ত্রাস” — এই তত্ত্ব অসমর্থিত।

হাদীস কিভাবে হুকুম নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় (ইজমা ও কিয়াসের সঙ্গে সম্পর্ক)

ক্লাসিক্যাল মুজতাহিদরা (ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফি, হাম্বলি) হাদীসকে কুরআনের পরবর্তী প্রধান সূত্র বলেন। তাই—যখন কোনো জিহাদের বিষয় কুরআন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে না, তখন হাদীস-নিযুক্ত ব্যাখ্যা ফিকহি সিদ্ধান্তে প্রধান ভূমিকা নেয়। উদাহরণস্বরূপ—যুদ্ধের নকশা, তখনকার সামরিক কন্সট্রেন, বন্দী-নীতি — এসব ক্ষেত্রে হাদীস-নির্দেশক ভূমিকা রাখে এবং পরবর্তীতে মাযহাবের নিয়মে পরিণত হয়।

হাদীস ভিত্তিক ভ্রান্তধারার খণ্ডন (উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে যুক্তি)

উগ্রবাদীরা প্রায়শই হাদীসের বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে নিজেরাই দাবি করে থাকেন যে: “বাহ্যিক যুদ্ধই প্রকৃত জিহাদ” বা “কেউকে কাফির ঘোষণা করে সে আপনার বিরুদ্ধে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারবে।” সহিহ হাদীস ও রাসূলের বাস্তব জীবন উল্টো শিক্ষা দেয়:

রাসূল صلى الله عليه وسلم নিজ জীবনে বহুবার ধৈর্য ও মসকলাতকে (সামাজিক শান্তি) অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

হাদীস ও সীরাহ স্পষ্টভাবে কঠোর শর্ত আরোপ করে—জিহাদকে কেবল বৈধ কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত করা উচিত; ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হত্যাকে অনুমোদন করে না।

যে হাদীসগুলোকে উগ্ররা উদ্ধৃত করে, সেগুলো প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট ছাড়া বোঝানো হয়—আল্লাহ ও রাসূলের নীতির সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

সংক্ষিপ্ত উপসংহার

আমরা দেখলাম যে “জিহাদ” শব্দের অর্থ মূলত প্রচেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম—যা আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অস্ত্রসজ্জিত প্রতিরক্ষা—সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জিহাদকে কেবল যুদ্ধ মনে করা আবার যখন যুদ্ধ ফরজ সে অবস্থায় কেবল অন্য বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয় ভাষাগত, শরীয়তসম্মত ও ক্লাসিক্যাল উসূলের বিরোধী।